

দু'আয়ে মাছনুনা
ও
৩৩ আয়াতের ফযীলত

شَيْخُ الْحَدِيْثِ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدْ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنْ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

দু'আয়ে মাছনুনা
ও
৩৩ আয়াতের ফযীলত

দু'আয়ে মাছনুনা
ও
৩৩ আয়াতের ফযীলত

شَيْخُ الْحَدِيْثِ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدْ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنْ

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রহ.

Al Habib Foundation
ESt. 2000

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

দু'আয়ে মাছনুনা ও ৩৩ আয়াতের ফযীলত

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৪ ঈসায়ি, ১৩৯৪ হিজরি

পরিমার্জিত ১৬তম সংস্করণ: শাওয়াল ১৪৪৩ হি., মে ২০২২ ঈ.

প্রকাশনায়

আল হাবীব ফাউন্ডেশন

ডাক: থানাবাজার-৩১৯০, উপজেলা: জকিগন্জ, জেলা: সিলেট।

ফোন: ০১৭১৫ ৪৫৩৯৯৯, ০১৭১৫ ৫৭১০৭০, ০১৭৫১ ৬৯৮৯৫০

www.alhabibfoundation.com

কপিরাইট: প্রকাশক

পরিবেশক:

নোমানীয়া লাইব্রেরী, ২/২ হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট। মোবাইল: ০১৭১২ ১১৭১১৫

সাইমুন লাইব্রেরী, সুবহানীঘাট, সিলেট। মোবাইল: ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯

মুজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা, দোকান-১৭৯, ক্ষুদ্র মার্কেট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২৯ ৪৮৫২৯৯

সালেহিয়া লাইব্রেরি, দারুন্নাজাত মাদ্রাসা রোড, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪৫ ৬৮৭০৮৫

রাহবার লাইব্রেরী, সুবহানীঘাট, সিলেট, মোবাইল: ০১৭৫৭ ২৬৬ ২৮১

আই পিপাসা.কম, অনলাইন ও চট্টগ্রাম পরিবেশক ০১৯৯৭৯৮০৭৪৪, www.ipipasa.com

অনলাইন পরিবেশক: www.rokomari.com

প্রচ্ছদ: আবু তাসনিয়া

গ্রাফিক্স: আর্টিস্টিক, ০১৭১৭ ২৫৪২৫৪

মুদ্রণ: প্রিন্ট ওয়ান

মূল্য: ৬০.০০ টাকা

Doa e Masnoona o Tettris Ayater Fazilat

(Prayer of Masnoona and virtue the thirty three verses)

By Shaikhul Hadis Allama Muhammad Habibur Rahman (R.)

16th Edition May 2022

Published by Al Habib Foundation. Price £ 2.00

ISBN 978-984-94551-8-9

সূচিক্রম

ভূমিকা	০৬
প্রত্যহ সকাল ও বিকালে পড়ার দু'আ	০৮
বিভিন্ন কাজ করার সময় পড়ার দু'আ	১৪
বিশেষ বিশেষ সময় পড়ার দু'আ	৩৪
সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ ও বিভিন্ন রোগের সময় পড়ার দু'আ	৪০
সর্বদা পড়ার কয়েকটি যিকর দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত	৫৭
কয়েকটি দু'আ	৫৯
আসমায়ে হুসনা	৬৩
ইস্তিখারার নামায	৬৫
তাওবার নামায	৬৬
তাসবীহের নামাজ	৬৬
হাজাতের নামায	৬৭
মাছনুন দু'আর ওযীফা	৬৯
৩৩ আয়াতের ফযীলত	৭৪
দুরূদে তুনাজ্জিনা	৭৯

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মুমিনের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কল্যাণের পন্থাসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ পন্থা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিআমতের শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর দরবারে মুনাজাত ও দু'আ করা। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জীবনের সুখ-শান্তির অন্যান্য ব্যবস্থাবলীর মতো এই বিশেষ ব্যবস্থাটি শিক্ষা দিতেও কোনো প্রকার কমতি করেননি। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বাবস্থায় যেভাবে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে হয় এবং যে সময়ে, যে কাজের জন্য যে দু'আ পড়তে হয় উহা তিনি কথায় ও কাজে বিস্তারিতভাবে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র হাদীসের কিতাবসমূহে তা অতি সুষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ সকল দু'আ দুরূদের উপর আমল করলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিক্‌র, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের পায়রবী এবং জীবনের সর্ববিধ সুখ শান্তি লাভ হয়।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইমাম জাযরী রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ প্রায় উনিশখানা হাদীসের কিতাব হতে এ সকল বিস্তৃত যিক্‌র আযকার ও দু'আ-দুরূদ *আল হিসনুল হাসীন* নামক তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবে বিস্তারিত বিবরণসহ একত্রে সংকলন করেছেন। পবিত্র সুন্নাতের সামান্য খিদমত এবং মুসলমান ভাই-বোনদের

উপকারের মানসে আমি সকলের খিদমতে *দু'আয়ে মাছনুনা ও ৩৩ আয়াতের ফযীলত* নামে সংক্ষিপ্ত এ পুস্তক পেশ করলাম। এ কিতাব সংকলন করতে *আল হিসনুল হাসীন* ছাড়াও হযরত ইমাম মহিউদ্দিন নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির *কিতাবুল আযকার*, হযরত ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব *আল-হিযবুল আযম* এবং হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাব *দাওয়াতে মাছনুনা* দ্বারা আমি বহু উপকৃত হয়েছি।

এ সকল দু'আ দুরূদ তথা সমূদয় সুন্নাতের উপর আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যেহেতু এ কিতাবে কেবল কুরআন শরীফের আয়াত এবং হাদীস শরীফের দু'আই লেখা হয়েছে তাই কিতবখানি যেখানে সেখানে না রেখে আদবের খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী।

হে আল্লাহ! তোমার হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাতের এ সামান্যতম খিদমত কবুল কর এবং তাঁর সুন্নাতের উপর পুরোপুরি আমল করার তাওফিক দান কর। আমীন।



(মো. হবিবুর রহমান)

প্রত্যহ সকাল ও বিকালে পড়ার কয়েকটি দু'আ

১। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল ও বিকালে নিম্ন বর্ণিত দু'আগুলো পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ
وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান্ নুশুর।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমরা ভোর করি, সন্ধ্যা করি এবং তোমারই হুকুমে আমরা বেঁচে থাকি ও মৃত্যুবরণ করি, আর তোমার দিকেই আমাদের পুনরুত্থান।

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ ۞

উচ্চারণঃ আসবাহনা ওয়াআসবাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফি হাযাল ইয়াউমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা ফি হাযাল ইয়াউমি ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

অনুবাদঃ আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব

ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে আমি আপনার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অকল্যাণ আছে তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই।

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ۞ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়াবিকা আসবাহনা ওয়াবিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর। আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়াখাইরা মাবা'দাহা ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা ফি হাযিহিল লাইলাতি ওয়াশাররি মা বা'দাহা।

অনুবাদঃ সন্ধ্যা করেছি আমরা এবং সন্ধ্যা করেছে বিশ্বচরাচর আল্লাহরই জন্য। সমস্ত গুণগান আল্লাহরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই সমস্ত গুণগান। আর তিনি সর্বশক্তিমান। হে প্রতিপালক! ভিক্ষা চাই তোমার কাছে এ রাতের এবং তার পরের মঙ্গলসমূহ। আর পানাহ চাই তোমার কাছে এ রাতের এবং তার পরের অমঙ্গল হতে।

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যহ সকাল ও বিকালে *সায়্যিদুল ইসতিগফার* পড়লে আল্লাহ তাআলা গোনাহ মাফ করবেন এবং বেহেশত নসীব করবেন।

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ

সায়্যিদুল ইসতিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আউযুবিকা মিন শাররি মাসানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবু বিযামবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইল্লা আনতা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক, কোনো উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত। সৃজন করেছ তুমি আমাকে এবং আমি তোমার বান্দা, আর আমি অবিচল আছি তোমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতির উপর আমার সাধ্যানুযায়ী। পানাহ চাই তোমার কাছে আমার কৃতকর্মের অশুভ পরিণাম হতে। স্বীকার করছি তোমার সমীপে আমাকে দেয়া তোমার নিয়ামতসমূহ এবং স্বীকার করছি আমার অপরাধ, তাই ক্ষমা করো আমাকে। কেননা তুমি ব্যতীত কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না।

৩। প্রত্যহ সকাল ও বিকালে নিম্নবর্ণিত দু'আগুলো পড়লে বিপদ-আপদ, দুঃখ চিন্তা ও ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (৩ বার)

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিচ্ছামায়ি ওয়াহুয়াস সামিউল আলিম।

অনুবাদঃ মহান আল্লাহর নামে, যাঁর নামে (কোনো কাজ করলে) পৃথিবী ও আসমানে কোন কিছুরই ক্ষতি হয় না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- (৭ বার)

উচ্চারণঃ হাসবি আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযিম।

অনুবাদঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনি আরশে আজীমের অধিপতি।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।

অনুবাদঃ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালিমাসমূহ ও সমস্ত সৃষ্টির আশ্রয় চাই।

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফি দ্বীনী ওয়া দুনইয়া ইয়া ওয়া আহলী ওয়া মালী।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা ও মঙ্গল কামনা করছি। আর আমার পরিবার পরিজন ও সম্পদে স্বাচ্ছন্দ কামনা করছি।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِى كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ۞

উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইউম বিরাহমাতিকা আসতাগিছু আসলিহ লি শানি কুল্লাহু ওয়ালা তাকিলনি ইলা নাফছি তারফাতা আইনি।

অনুবাদঃ হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের ফরিয়াদ করছি। আমার জন্য আমার সমস্ত বিষয় সংশোধন করে দাও (সুন্দর করে দাও) এবং আমাকে এক পলকের জন্য আমার নফসের হাওয়ালা করো না।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا- (৩ বার)

উচ্চারণঃ রাদ্বিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবিয়্যান ওয়া রাসূলা।

অনুবাদঃ আল্লাহকে আমার প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে আমার দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন নবী ও রাসূল হিসেবে আমি সন্তুষ্ট।

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ (১০০ বার)

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়াবিহামদিহি।

অনুবাদঃ মহান আল্লাহ্‌র মহিমা এবং প্রশংসা তাঁরই।

৪। দৈনিক কমপক্ষে একশত বার ইস্তিগফার পড়বে।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহাল আযীমাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুম ওয়াআতুবু ইলাইহি।

অনুবাদঃ ক্ষমা চাচ্ছি সেই মহান আল্লাহর কাছে যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁরই কাছে তওবা করছি।

বিভিন্ন কাজ করার সময় পড়ার দু'আ

১। ঘুমানোর সময় ওযূর সাথে ডান দিকে (করটে) শুইবে এবং নিম্নের দু'আগুলো পড়বে-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুম ওয়াআতুবু ইলাইহি।

অনুবাদঃ ক্ষমা চাচ্ছি সেই আল্লাহর কাছে যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁরই কাছে তওবা করছি।

اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমারই নামের উপর আমি মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।

اللّٰهُمَّ قِنِّىْ عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা কিন্নি আযাবিকা ইয়াউমা তুবআছু ইবাদাকা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও তোমার আজাব হতে, যে দিন তুমি পুনরুত্থিত করবে তোমার বান্দাদেরকে।

اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاءَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসি ইলাইকা ওয়া ওয়াজজাহতু ওয়াজহি ইলাইকা ওয়া ফাউওয়াদতু আমরি ইলাইকা ওয়ালজা'তু যাহরি ইলাইকা রাগাবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযি আনযালতা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযি আরসালতা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তাঁর উপর ঈমান এনেছি।

২। শুইবার সময় আয়াতুল কুরসি এবং সূরা বাকারার শেষে- اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হতে عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পর্যন্ত পড়লে শয়তান ও অন্যান্য বিপদ হতে নিরাপদে থাকা যায়।

৩। হযরত নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, প্রত্যহ ঘুমানোর সময় সূরা ইখলাস, সূরা-ফালাক্ব এবং সূরা-নাস পড়ে উভয় হাতের তলায় ফুঁক দিতেন এবং সমস্ত শরীর মুছে নিতেন। এরূপ তিনবার করতেন।

৪। ঘুমানোর সময় নিম্নলিখিত তাসবীহগুলো পড়ার বহু ফযীলত ও উপকারিতা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

৩৩ বার- سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

৩৪ বার- اَللّٰهُ اَكْبَرُ

৫। ঘুম হতে জেগে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুসূর।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে পুনরুত্থান।

৬। পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ۞

উচ্চরণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবাইছ।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ, তোমার কাছে নাপাক নর-নারী জিন-শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৭। পায়খানা হতে বের হবার দু'আ-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَنِىْ ۞

উচ্চারণঃ গুফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানি।

অনুবাদঃ (হে আল্লাহ!) আপনার কাছে ক্ষমা চাই। সব প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিস থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

* প্রস্রাব পায়খানার জায়গায় প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা রাখা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করা সুন্নাত। মাথায় টুপি বা অন্য কাপড় না দিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করা সুন্নাতের খেলাপ।
* প্রস্রাব পায়খানা করার সময় কোনো প্রকার যিকর ও দু'আ পড়বে না এবং কথাও বলবে না।

৮। ওযূ আরম্ভ করার সময় পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অনুবাদঃ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

৯। ওযূ করার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি যামবি ওয়া ওয়াচ্ছি'লি ফি দারি ওয়া বারিকলি ফি রিযকি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার গোনাহ মাফ করে দাও। আমার জন্য আমার বাসস্থান প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দাও।

১০। ওযূ শেষ করার পরে পড়বে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ- سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ- ۞

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত তাউয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো। হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিই যে, তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

১১। আযান শুনলে জবাব দেবে অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আযানের কালিমাগুলো বলবে, তবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ শুনে বলবে- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অনুবাদঃ একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ লাভের কোনো শক্তি কারো নেই।

১২। মাগরিবের আযান শুনে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِيْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাযা ইকবালু লাইলিকা ওয়া ইদবারু নাহারিকা ওয়া আসওয়াতু দু'আইকা ফাগফিরলি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ইহা তোমার রাতের আগমন এবং দিনের প্রস্থান এবং তোমার প্রার্থনার ধ্বনি সুতরাং আমায় ক্ষমা করুন।

১৩। আযান শেষ হওয়ার পর প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়বে, তারপর নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَتِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ- ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াসসালাতিল কাইমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদ্বিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিআতা ওয়াবআছহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযি ওয়াদতাহু, ওয়ার যুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রতিপালক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুউচ্চ মর্যাদা দাও আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাও, যার তুমি ওয়াদা করেছ। হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাঁর শাফাআত নসিব কর। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

১৪। ইকামাত শুনে আযানের মতোই জবাব দেবে। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ শুনে বলবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا

উচ্চারণঃ আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা।

অনুবাদঃ আল্লাহ তাকে কায়িম করুন এবং আল্লাহ তাকে দায়িম (স্থায়ী) করুন।

১৫। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আযান ও ইকামাতের মধ্যকার সময়ে দু'আ কবুল হয়ে থাকে। কোনো কোনো হাদীসে বিশেষভাবে নিম্নের দু'আ পড়ার উল্লেখ রয়েছে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۞

উচ্চারণঃ আলাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ইহকাল ও পরকালের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করছি ।

১৬। ঘর হতে বের হওয়ার সময় পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আমানতু বিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে (যাত্রা করছি)। ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, ভরসা করলাম আল্লাহর উপর। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নেই সামর্থ (গোনাহ হতে বাঁচার), নেই শক্তি (পূণ্য সাধনের)।

১৭। ঘরে প্রবেশ করার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরিজি বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঘরে প্রবেশের মঙ্গল এবং ঘর হতে বের হওয়ার মঙ্গল চাই। আল্লাহর নামেই প্রবেশ করলাম। আল্লাহর নামে বের হবো এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম।

* ঘরে প্রবেশ করে পরিবারের লোকজনকে সালাম করা সুন্নাত। হাদীস শরীফে ইহার বহু ফযীলত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে।

১৮। মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা ভেতরে রাখবে এবং নিম্নের দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনুবি ওয়াফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। দুরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

১৯। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে প্রবেশ করে নিম্নের দু'আ পড়লে শয়তানের ধোঁকা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহিল আযীমি ওয়াবিওয়াজহিহিল কারিমি ওয়া সুলতানিহিল কাদিমি মিনাশ শায়তানির রাজিম।

অনুবাদঃ আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২০। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বের করবে এবং নিম্নের দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি) এবং দুরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

২১। নামাযের পর নিম্নলিখিত দু'আগুলো পড়বে। হাদীস শরীফে ইহার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - ৩ বার

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহ।

অনুবাদ ঃ আমি আল্লাহর কাছে গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার নিকট হতেই আসে শান্তি। তুমি মহান, হে উচ্চ শানের মালিক, হে দয়ালু।

اللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র ও শুকর এবং তোমার উত্তম ইবাদাতের ক্ষেত্রে আমায় সাহায্য করো।

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি ওয়া আযাবিল কাবরি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! কুফর, পরমুখাপেক্ষিতা এবং কবরের আজাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ- ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ- ৩৩ বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ- ৩৪ বার

২২। নামাযের পর *আয়াতুল কুরসি*, *সূরা ইখলাস*, *সূরা ফালাক* ও *সূরা নাস* পড়া বেশ উপকারী।

২৩। নামাযের পর ডান হাত কপালে ও মাথায় বুলিয়ে পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর রাহমানুর রাহিমু আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হুযনা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। হে আল্লাহ! আমার দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা দূর করে দাও।

২৪। ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নলিখিত যিক্‌র ১০ বার পড়লে দশটি গোনাহ মাফ হয়, দশ নেকী লেখা হয়, দশ দরজা বৃদ্ধি হয় এবং ঐ দিনে ও রাতে শয়তানের ধোঁকা ও অন্যান্য বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ি ওয়াইউমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর।

অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একা, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই গুণগান। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনিই সর্বশক্তিমান।

২৫। প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নের দু'আ পড়লে জাহান্নাম হতে নাজাত পাওয়ার আশা করা যায়।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ ৭ বার

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনাননারি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ হতে রক্ষা কর।

২৬। বিতর নামাযের পর পড়বে-

سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ৩ বার

উচ্চারণঃ সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসি।

অনুবাদঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার যিনি বাদশাহ, যিনি পবিত্র।

২৭। খাবার ও পান করার সময় পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াআলা বারাকাতিল্লাহি। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি ওয়াআতইমনা খাইরাম মিনহু।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বরকতের উপর আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাবারের মধ্যে বরকত দান কর এবং এর চাইতে উত্তম খাবার আমাদেরকে প্রদান কর।

২৮। দুধ পান করার সময় পড়বে-

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি ওয়া যিদনা মিনহু।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ দুধের মধ্যে বরকত দাও এবং এ দুধ আমাদেরকে আরো বেশি করে দান কর।

২৯। খাবার আগে বিসমিল্লাহ পড়া ভুলে গেলে পরে এরূপ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আউয়ালুহু ওয়া আখিরাহু।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে শুরু এবং শেষ।

৩০। পানাহারের পরে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত করলেন।

৩১। ইফতার করলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়াআলা রিযকিকা আফতারতু।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমারই জন্যে রোযা রেখেছি। তোমারই রিযিকের উপর রোযা ভঙ্গ করলাম।

৩২। ইফতার করার পর পড়বে-

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ۞

উচ্চারণঃ যাহাবাযযামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদঃ তৃষ্ণা মিটে গেছে, শিরা উপশিরাগুলো ভিজে গেছে এবং আল্লাহ চাইলে পুরষ্কার নিশ্চিত হয়েছে।

৩৩। কারও বাড়িতে দাওয়াত খেলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আতইম মান আতআমানি ওয়াসকি মান সাকানি। আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফিমা রাযাকতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়া আরহামহুম।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ালো তাকে তুমি খাবার দান কর এবং যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও। হে আল্লাহ! তাদের রিযিকের মধ্যে বরকত দান কর। তাদেরকে মাফ করে দাও। তাদের দয়া কর।

৩৪। অন্য কেউ ইফতার করালে বলবে-

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ۞

উচ্চারণঃ আফতারা ইনদাকুমুস সা'ইমুনা ওয়া আকালা তাআমাকুমুল আবরারু ওয়া সাল্লাতা আলাইকুমুল মালাইকা।

অনুবাদঃ রোযাদাররা তোমাদের এখানে ইফতার করুক। নেককাররা তোমাদের খাবার ভক্ষণ করুক এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করুক।

৩৫। কোনো রোগীর সাথে একত্রে খেতে বসলে পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি সিকাতান বিল্লাহি ওয়া তাওয়াক্কালতু আলাইহি।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং তার উপর ভরসা করে।

৩৬। নতুন কাপড় পরিধানের সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ فِىْ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি কাসানি মা উআরি বিহি ফি আওরাতি ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফি হায়াতি।

অনুবাদঃ সমস্ত গুণগান সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন এই পোশাক, যার দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করেছি এবং যার দ্বারা আমি সাজ-সজ্জা করছি আমার এই জীবনে।

৩৭। স্ত্রীর সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাতকালে তার কপালের চুলে ধরে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার থেকে উহার কল্যাণ কামনা করছি এবং ঐ জিনিসের কল্যাণ যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি

তার অনিষ্টতা হতে এবং ঐ জিনিসের অনিষ্টতা হতে যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কোন জীবজন্তু খরিদ করে আনলে উহার কপালের পশম ধরে উপরোল্লিখিত দু'আ পড়ার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

৩৮। স্ত্রী-সহবাসের সময় পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মিম্মা রাযাকতানা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখো এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তা হতে শয়তানকে দূরে রাখো।

৩৯। বিবাহ উপলক্ষে কাউকে মুবারকবাদ দিতে বলবে-

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ ۞

উচ্চারণঃ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফি খাইরিন।

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তোমাদের জীবনযাপনকে মঙ্গলময় করুন।

৪০। সন্তান জন্ম হওয়ার পর পাকসাফ করে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেবে। এই আযান ইকামত নামাযের আযান ও ইকামতের মতো হতে হবে।

৪১। সন্তান কথা বলতে আরম্ভ করলে তাকে শিক্ষা দেবে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۞

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।

৪২। বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে শিক্ষা দেবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদীনী ওয়ার যুকনি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমাকে দয়া কর এবং আমাকে হিদায়াত দান কর আর আমাকে রিযিক দান কর।

৪৩। বাজারে গেলে পড়বে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া হায়্যুন লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর।

অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই। তিনি একা তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁরই রাজত্ব। তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই মঙ্গল এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

৪৪। কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার সময় বলবে-

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ ۞

উচ্চারণঃ আসতাউদিউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমি আমালিকা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি তোমার দ্বীন তোমার বিশ্বস্ততা এবং তোমার কাজের শেষ পরিণাম।

৪৫। বাড়ি হতে বিদেশে যাওয়ার সময় বাড়ির সকলকে বলবে-

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا يُضِيْعُ وَدَائِعَهٗ ۞

উচ্চারণঃ আসতাউদিউ কুমুল্লাহাল্লাযি লা ইয়ুদ্বিউ ওয়া দাইআহু।

অনুবাদঃ তোমাদেরকে আমানত রেখে যাচ্ছি আল্লাহর হাতে, যার কাছে রাখা আমানত বিনষ্ট হয় না।

৪৬। ভ্রমণে রওয়ানা হওয়ার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِىْ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনা হাযাছ সাফারা ওয়াতয়ি আন্না বু'দাহু আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিসসাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ওয়া'ছাইস সাফারি ওয়াকাবাতিল মানযারি ওয়াছুইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি ওয়াল ওয়ালাদি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! সহজ করে দাও আমাদের এ সফর এবং আমাদের জন্য এর দুরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি সফরের কষ্ট, ক্লান্তি হতে এবং সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির মধ্যে অশুভ পরিবর্তন হতে।

৪৭। কোনো বাহনে চড়লে তিনবার তাকবীর অর্থাৎ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে তারপর নিম্নের আয়াত পড়বে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযি সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনিনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা-মুনকালিবুন।

অনুবাদঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্ত্বার যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা একে বশীভূতকরণে সক্ষম ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাগমনকারী।

৪৮। নৌকায় বা জাহাজে চড়ে নিম্নের আয়াতগুলো পড়লে আল্লাহ নিরাপদে রাখবেন-

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহিম ওয়ামা কাদারুল্লাহ হাক্কা কাদরিহি। ওয়াল আরদ্বু জামিআন কাবদাতুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়াস সামাওয়াতি মাতউইয়াতুন বি ইয়ামিনিহি সুবহানাহু ওয়াতাআলা আম্মা ইয়ুশরিকুন।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তারা আল্লাহর কিছুই মর্যাদা দেয়নি যতটুকু মর্যাদা দেয়া কর্তব্য ছিল। আর কিয়ামত দিবসে সমগ্র জমিন তার মুঠোর ভেতর থাকবে এবং আসমানসমূহ গুটানো থাকবে তার দক্ষিণ হস্তে। তিনি পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে তাদের শিরকী কার্যকলাপ হতে।

৪৯। কোনো স্থানে থামার ইচ্ছা করলে পড়বে-

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۞

উচ্চারণঃ রাব্বি আনযিলনি মুনযালান মুবারাকান ওয়াআনতা খাইরুল মুনযিলিন।

অনুবাদঃ হে প্রতিপালক! বরকতপূর্ণ স্থানে আমাকে অবতরণ করাও, তুমি উত্তম অতরণকারী।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা।

অনুবাদঃ তোমার সৃষ্টির অমঙ্গল হতে তোমার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

৫০। কোনো শহরে বা গ্রামে প্রবেশ করার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَجَنِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহা আল্লাহুম্মার যুকনা জানাহা ওয়া জান্নিবনা ইলা আহলিহা ওয়া হাব্বিব সালিহি আহলিহা ইলাইনা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ শহরে (এ গ্রামে) বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে রিযিক দান কর এই স্থানের ফল হতে এবং আমাদেরকে প্রিয় করে দাও এই স্থানের বাসিন্দাদের কাছে। আর আমাদের কাছে এই স্থানের পূণ্যবানদেরকে প্রিয় করে দাও।

৫১। ভ্রমণ হতে ফেরার সময় পড়বে-

اَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ আইবুনা তাইবুনা আবিদুনা লিরাব্বিনা হামিদুন।

অনুবাদঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

৫২। পরিবার ও ছেলেমেয়েদের নিকট পৌঁছে পড়বে-

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ۞

উচ্চারণঃ তাওবান তাওবান লিরাব্বিনা আওবান লা-ইয়ুগাদিরু আলাইনা হাউবান।

অনুবাদঃ আমরা ফিরে আসছি, প্রত্যাবর্তন করছি। আমাদের প্রতিপালকের পানে, এমনি প্রত্যাবর্তন যা অবশিষ্ট রাখবে না আমাদের কোনো গোনাহ।

৫৩। কুরবানীর পশু জবাই করার সময় পড়বে-

اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۞

উচ্চারণঃ ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, লাশারিকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

অনুবাদঃ আমার নামায, কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, এবং আমি মুসলমানদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমাকে এটাই আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহর নামে, আল্লাহই মহান।

বিশেষ বিশেষ সময় পড়ার দু'আ

১। সূর্যোদয়ের সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَلَّنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا ۞

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আকাল্লানা ইয়াউমানা হাযা ওয়ালাম ইয়ুহলিকনা বিযুনুবিনা।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই দিন এবং আমাদেরকে আমাদের পাপের কারণে ধ্বংস করেননি।

২। নতুন চাঁদ দেখে পড়বে-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল ইয়ামিনি ওয়াল আইমানি ওয়াছছালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াত তাওফিকি লিমা তুহিব্বু ওয়াতারদ্বা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অনুবাদঃ আল্লাহ সবচেয়ে মহান। হে আল্লাহ! প্রকাশ করান তাকে আমাদের উপর বরকত, ঈমান, নিরাপত্তা এবং শান্তি সহকারে। আপনি যা পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি রাজী তার তাওফীক সহকারে। আমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহই।

৩। রজবের চাঁদ দেখে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব ও শাবানে বরকত দাও এবং আমাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছাও।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অনুবাদঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, যিনি সব কিছুর ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।

৪। শুক্রবার রাতে ও দিনে দুরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়বে এবং *সূরা কাহাফ* তিলাওয়াত করবে।

৫। যিলহাজ্জ চাঁদের প্রথম দশ দিনে, উভয় ঈদের রাতে ও দিনে এবং ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার পথে নিম্নের তাকবীর পড়বে। বিশেষভাবে যিলহাজ্জ চাঁদের ৯ই তারিখের ফজর হতে ১৩ই তারিখের আছর পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তের ফরয নামাযের পর এই তাকবীর পড়া ওয়াজিব।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অনুবাদঃ আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই , আল্লাহরই জন্যে সমস্ত গুণগান।

৬। শবে কদরে নিম্নের দু'আ বেশি বেশি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করতে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন।

৭। ঈদ উপলক্ষে কাউকে মুবারকবাদ দিতে বলবে-

تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ ۞

উচ্চারণঃ তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ও মিনকা।

অনুবাদঃ আল্লাহ আমার এবং তোমার তরফ হতে কবুল করুন।

৮। নতুন ফল দেখে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি ছামারিনা ওয়া বারিক লানা ফি মাদিনাতিনা ওয়া বারিক লানা ফি ছাইনা ওয়া বারিক লানা ফি মুদ্দিনা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! বরকত দাও আমাদেরকে আমাদের ফলাদির মধ্যে এবং বরকত দাও আমাদেরকে আমাদের শহরের মধ্যে এবং বরকত দাও আমাদেরকে আমাদের সঞ্চয়ের মধ্যে এবং বরকত দাও আমাদেরকে আমাদের মুদ্দ-এর মধ্যে।

৯। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা হাসসানতা খালকি ফাহাসসিন খুলুকি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমার বাহ্যিক রূপ সুন্দর করেছ, আমার আচরণও সুন্দর করে দাও।

১০। সুন্দর কোনো মানুষ বা বস্তু দেখে পড়বে-

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۞

উচ্চারণঃ তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন।

অনুবাদঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, অনুপম সৃজনকারী।

১১। মোরগের ডাক শুনলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাচ্ছি।

১২। কুকুর বা গাধার ডাক শুনলে পড়বে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।

অনুবাদঃ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

১৩। হাঁচি আসলে বলবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

১৪। অন্য কারও হাঁচি আসলে তার জবাবে বলবে-

يَرْحَمُكَ اللّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ ইয়ার হামুকাল্লাহ।

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

১৫। জবাব দাতার জবাবে বলবে-

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ ۞

উচ্চারণঃ ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়াযুসলিহ বালাকুম।

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থাকে সংযত করুন।

১৬। হাই উঠিলে মুখের উপর হাত রাখবে এবং পড়বে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা।

অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

১৭। রাগ উঠলে বসে যাবে এবং পড়বে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

অনুবাদঃ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আশ্রয় চাই।

১৮। কেউ তার ধন সম্পদ বা সন্তানাদি দেখালে পড়বে-

بَارَكَ اللّٰهُ فِىْ اٰلِكَ وَمَالِكَ ۞

উচ্চারণঃ বারাকাল্লাহু ফি আলিকা ওয়া মালিকা।

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজন এবং সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন।

১৯। মাহফিল হতে উঠবার সময় নিম্নের দু'আ পড়লে বৈঠককালের ভুল ত্রুটি মাফ হয়। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এই দু'আকে দু'আয়ে কাফফারাতুল মাজালিস বলে অভিহিত করেছেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ۞

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াআতুবু ইলাইকা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা গাইতেছি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ ও বিভিন্ন রোগের সময় পড়ার দু'আ

১। কোনো সুসংবাদ শুনলে বা কোনো কারণে খুশি হলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

২। বাসনা অনুযায়ী কাজ সমাধা হলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি বিনিমাতিহি তাতিম্মুস সালিহাতু।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যার কৃপায় পরিপূর্ণ হয় সৎকর্মসমূহ।

৩। কোনো আকর্ষনীয় বস্তু দেখে ইহা পড়লে বদনজর লাগবে না।

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ মাশা আল্লাহু লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অনুবাদঃ আল্লাহ যা চান তাই হয়। একমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া সামর্থ্য ব্যতীত (নেক কাজ করার) কোন শক্তি নেই।

৪। ঈমান বা আমল সম্পর্কে মনে কোনো ওছওয়াছা বা সন্দেহ আসলে পড়বে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম আমানতুবিল্লাহি ওয়া রুসূলিহি।

অনুবাদঃ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি। ঈমান আনলাম আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর।

৫। মনে ভয়ভীতি বা উদাসভাব অনুভব করলে পড়বে-

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جُلِّلَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ۞

উচ্চারণঃ সুবহানাল মালিকীল কুদ্দুসি রাব্বিল মালাইকাতি ওয়াররুহি জুল্লিলাতিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি বিল ইজ্জাতি ওয়াল জাবারুতি।

অনুবাদঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্ত্বার যিনি বাদশাহ, যিনি পবিত্র, যিনি ফেরেশতাগণ এবং জিবরাঈল (অথবা আদম সন্তান বা রুহ নামীয় বিশেষ এক মাখলুক) এর প্রতিপালক। প্রতাপিত হয়েছে নভোমণ্ডল এবং ভুমণ্ডল তাঁর (আল্লাহর) ইজ্জত ও প্রতাপে।

৬। ইচ্ছার বিপরীত কোনো কিছু ঘটলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۞

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।

অনুবাদঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।

৭। মুসিবত বা কোনো প্রকার দুঃসংবাদ শুনলে পড়বে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদঃ আমরা আল্লাহর এবং তাঁর দিকেই প্রত্যার্বতনকারী।

৮। কোনো প্রকার মুসিবতের আশংকা হলে পড়বে-

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞

উচ্চারণঃ আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

অনুবাদঃ আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম কার্য সম্পাদনকারী।

৯। কোনো জালিমের অত্যাচারের ভয় হলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাক ফিনাহু বিমা শিইতা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আজআলুকা ফি ফুজুরিহিম ওয়া আউযুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমার মর্জি মাফিক তার মুকাবেলায় আমাদেরকে সাহায্য করো। হে আল্লাহ! আমি রাখতেছি তোমাকে তাদের বক্ষে এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট তাদের অনিষ্টসমূহ হতে।

১০। যদি কোনো স্থানে জ্বিন-ভূত প্রকাশ্যে ভয় দেখাতে আরম্ভ করে তবে *আয়াতুল কুরসি* পড়বে এবং উচ্চস্বরে আযান দেবে।

১১। দুশমন, হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য রকমের ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা *কুরাইশ* বেশি বেশি পড়বে। ইমাম জাযরী রাহিমাহুল্লাহ *আল হিসনুল হাসীন* কিতাবে লিখেছেন যে, এই আমল বহু পরীক্ষিত।

১২। কোনো মুসিবতে পড়ে গেলে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاَجِرْنِىْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِىْ مِنْهَا خَيْرًا ۞

উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসিবু মুসিবাতি ফাআজিরনি ফিহা ওয়া আবদিলনি মিনহা খাইরা।

অনুবাদঃ আমরা আল্লাহর এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! তোমারই সকাশে প্রতিদান প্রত্যাশা করছি, আমার এ মুসিবতে আমাকে রক্ষা করো এবং এর বদলে আমাকে মঙ্গল দান করো।

১৩। কোনো কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজের সম্মুখীন হলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলান ওয়া আনতা তাজআলুল হাযানা সাহলান ইযা শিইতা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি যা কিছু সহজ করে দাও তাই একমাত্র সহজ। আর তুমি যখন ইচ্ছে কর কঠিনকে সহজ করে দাও।

১৪। রোজগারের ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়লে প্রত্যহ ঘর হতে বের হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَدِيْنِىْ. اَللّٰهُمَّ اَرْضِنِىْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا قُدِّرَلِىْ حَتّٰى لَا اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرِ مَا عَجَّلْتَ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আলা নাফসি ওয়া মালি ওয়া দ্বীনী। আল্লাহুম্মা আরদিনী বিকাদাইকা ওয়া বারিক লি ফিমা কুদ্দিরালি হাত্তা লা উহিব্বু তাজিলা মা আখখারতা ওয়ালা তাখীরি মা আজ্জালতা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নাম আমার প্রাণ, আমার সম্পদ এবং আমার ধর্মের উপর। হে আল্লাহ! আমাকে সন্তুষ্ট রাখো তোমার ফয়সালার উপর এবং যা আমার ভাগ্যে লিখা আছে তাতে আমাকে বরকত দান কর, যা তুমি পরে দিতে চাও তা যেনো আমি আগে পেতে না চাই। যা তুমি আগে দিতে চাও তা যেন পরে না পাই।

১৫। অভাব অনটন দূর হওয়ার জন্য নিম্নের দু'আ বেশি বেশি পড়বে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ ইল্লা ইলাইহি।

অনুবাদঃ কোনো সামর্থ নেই (গোনাহ হতে বাঁচার) এবং কোনো শক্তি নেই (পূণ্য সাধনের) একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। কোনো আশ্রয় স্থল নেই, কোনো পরিত্রাণ স্থল নেই আল্লাহ ব্যতীত।

১৬। ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত দু'আগুলো পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাকফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনি বি ফাদলিকা আম্মান সিওয়াক।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! হারাম হতে বাঁচাও আমাকে হালাল দিয়ে এবং আমাকে তোমার দান দিয়ে তুমি ব্যতীত অন্য কারো অমুখাপেক্ষী করো।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসলি ওয়া আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হতে এবং পানাহ চাচ্ছি অক্ষমতা ও আলস্য হতে, আর ঋণের চাপ এবং মানুষের প্রাবল্য হতে।

১৭। যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত দু'আগুলো পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যোআলিমিন।

অনুবাদঃ তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি পুতপবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিমুল হালিম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। যিনি মহান, যিনি সহনশীল। নেই কোনো উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত যিনি আরশে আজিমের অধিপতি। নেই কোনো উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আরশে কারীমের অধিপতি।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ۞

উচ্চারণঃ ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগিসু।

অনুবাদ ঃ হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছুর ধারক। তোমার রহমতের নিকট ফরিয়াদ করি।

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহু আল্লাহু রাব্বি লা উশরিকু বিহি আহাদা।

অনুবাদঃ আল্লাহ, আল্লাহ আমার প্রতিপালক, আমি কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আযিম।

অনুবাদঃ কোনো সামর্থ্য নেই (গোনাহ হতে বাঁচার), কোনো শক্তি নেই (পূণ্য সাধনের) একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে যিনি মহান।

১৮। স্বপ্ন দেখে ভয় করলে বা স্বপ্নকে ভয়ানক মনে করলে নিম্নের দু'আ পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا ۞

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানি ওয়ামিন শাররি হাযিহির রুইয়া।

অনুবাদঃ পানাহ চাইতেছি আল্লাহর নিকট শয়তান হতে এবং এই স্বপ্নের মন্দ হতে।

১৯। ঘুম হতে ভয়ে জেগে উঠলে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিনগাদাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইয়াতিনি ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

অনুবাদঃ পানাহ চাইতেছি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের কাছে তাঁর অসন্তুষ্টি এবং শাস্তি হতে, আর তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট ও শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি হতে।

২০। অনিদ্রা হলে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ اَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَهْدِئْ لَيْلِيْ وَاَنِّمْ عَيْنِيْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা গারাতিন নুজুমু ওয়া হাদাআতিল উয়ুনু আনতা হায়্যুল কায়্যুমুন লা তা'খুজুকা ছিনাতুন ওয়ালা নাউমুন। ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুমু আহদি লাইলি ওয়া আতিম আইনি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! জোতিষ্কগুলো অদৃশ্য হয়েছে, চক্ষুগুলো স্থির রয়েছে। তুমি চিরঞ্জীব সর্বধারক। ধরে না তোমাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বধারক। স্তির করো আমার রাত্রিকে এবং ঘুম দাও আমার চোখে।

২১। নির্জন নিঃসহায় অবস্থায় কোনো বিপদে পড়লে তিন বার বলবে-

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ ۞

উচ্চারণঃ ইয়া ইবাদাল্লাহি আইউনুনি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহর বান্দারা আমাকে সাহায্য করো।

২২। বৃষ্টিপাতের সময় বিজলী চমকালে নিম্নের দু'আ পড়বে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ
اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ ۞

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযি ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খিফাতিহি। আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগাদাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআযাবিকা।

অনুবাদঃ পাক জাত তিনি যার পবিত্রতা বর্ণনা করে রা'দ ফেরেশতা তাঁর শুকরিয়ার সাথে। পবিত্রতা বর্ণনা করে ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মেরো না তোমার গজব দ্বারা এবং আমাদেরকে ধ্বংস করো না তোমার আজাব দ্বারা।

২৩। ভয়ানক ঝড় আসলে ঝড়ের দিকে মুখ করে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيْحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাযআলহা রাহমাতান ওয়ালা তাজআলহা আযাবান আল্লাহুম্মায আলহা রিহান ওয়ালা তাজআলাহা রিহা। আল্লাহুম্মা আসআলুকা খাইরাহা। ওয়াখাইরা মা ফিহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! ইহাকে রহমত করে দাও এবং ইহাকে আজাব করো না। হে আল্লাহ! ইহাকে মঙ্গলবাহী বাতাস করে দাও, করো না ইহাকে অমঙ্গলবাহী। হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা

করছি তোমার নিকট ইহার মঙ্গল এবং যে মঙ্গল রেখেছ ইহার মধ্যে, যে মঙ্গলের সাথে ইহা প্রেরণ করা হয়েছে। পানাহ চাইতেছি তোমার কাছে ইহার অমঙ্গল হতে, ইহার সাথে যা কিছু প্রেরণ করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।

২৪। অত্যধিক বৃষ্টিপাতে ক্ষতির সম্ভাবনা হলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা হাওয়া লাইনা ওয়ালা আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াল আজামি ওয়ায যিরাবি ওয়াল আওদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ শাজার।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! (বর্ষণ করো) আমাদের চারদিকে, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! (বর্ষণ করো) টিলাসমূহ, ঝোপ জঙ্গল, পর্বতশ্রেণি, উপত্যকাসমূহ এবং কৃষি ক্ষেত্রসমূহে।

২৫। অনাবৃষ্টির সময় বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে এবং নিম্নের দু'আগুলো পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مُرِيْعًانَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসকিনা গাইশান মুফিশান মারিআম মুরিআ নাফিআন গাইরা দাররিন আজিলান গাইরা আজিলিন।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি দাও, তৃপ্তিদায়ক, বরকতময়; ফলদায়ক যা অনিষ্টদায়ক হবে না শীঘ্রই।

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاُحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসকি ইবাদাকা ওয়াবাহাইমাকা ওয়ানশুরু রাহমাতাকা ওয়া উহয়ি বালাদাকাল মায়্যিতি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! পিপাসা নিবারণ করো তোমার বান্দাদের এবং চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের, বিস্তৃত করো তোমার রহমতকে এবং জীবিত করো তোমার মৃত জমিনকে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফআলু মা ইয়ুরিদু আল্লাহুম্মা আনতাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতাল গানিয়্যু ওয়া নাহনুল ফুকারাউ, আনযিল আলাইনাল গাইছা ওয়াজআল মা আনঝালতা লানা কুওয়াতান ওয়া বালাগান ইলা হিন।

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই । তিনি যা চান তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমি অমুখাপেক্ষী এবং আমরা মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। এবং করে দাও এ বৃষ্টিকে আমাদের জন্য শক্তি।

২৬। কোনো জিনিষে আগুন লাগলে উচ্চস্বরে তাকবীর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে থাকবে।

২৭। শরীরের কোনো অঙ্গ আগুনে পুড়ে গেলে নিম্নের দু'আ পড়ে ফুক দেবে-

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيْ اِلَّا اَنْتَ ۞

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'ছা রাব্বান্নাসি ইশফি আনতাশ শাফি লা-শাফি ইল্লা আনতা।

অনুবাদঃ দূর করে দাও পীড়া হে মানব প্রতিপালক! রোগ নিরাময় করে দাও তুমিই নিরাময়কারী, নেই কোনো নিরাময়কারী তুমি ব্যতীত।

২৮। নিম্নের দু'আ পড়ে কচি ছেলে মেয়েদেরকে ফুঁক দেবে বা লিখে গলায় দেবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পড়ে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফুঁক দিতেন।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ ۞

উচ্চারণঃ আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিল্লাম্মাতি।

অনুবাদঃ আশ্রয় চাইতেছি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের কাছে প্রত্যেক অনিষ্ট সাধনকারী চক্ষু হতে।

২৯। বদনজর লাগলে নিম্নের দু'আ পড়ে ফুঁক দেবে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَ بَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা আযহিব হাররাহা ওয়াবারদাহা ওয়া ওয়াসাবাহা।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! দূর করে দাও ইহার উত্তাপ, শীতলতা ও পীড়া।

৩০। ফোঁড়া, বরণ ইত্যাদি হলে শাহাদাত আঙ্গুলীতে মুখের থুথু লাগিয়ে কিছু পাক মাটি লাগাবে এবং নিম্নের দু'আ পড়ে আক্রান্ত স্থানে আঙ্গুলী মালিশ করবে।

تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا ۞

উচ্চারণঃ তুরবাতু আরদিনা বিরিকাতি বাদিনা লিয়ুশফা সাকিমুনা বিইযনি রাব্বিনা।

অনুবাদঃ আমাদের পৃথিবীর মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশিয়ে যেনো শিফা দেয়া হয় আমাদের পীড়িতকে, আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে।

৩১। চক্ষু উঠলে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ عَنِّىْ وَاَرِنِىْ فِىْ الْعَدُوِّ ثَارِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মাত্তি'নি বিবাসারি ওয়াযআলহুল ওয়ারিছা আন্নি ওয়া আরিনি ফিল আদুয়্যি ছারি ওয়ানসুরুনি আলা মান জালামানি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! সমৃদ্ধ করো আমাকে আমার চক্ষু দিয়ে, ইহাকে করো আমার ওয়ারিস (অর্থ্যাৎ আমরণ চক্ষু অক্ষত রাখো)। দেখাও আমাকে শত্রুর মধ্যে আমার প্রতিশোধ। সাহায্য করো আমাকে অত্যাচারীর মোকাবেলায়।

৩২। জ্বর হলে নিম্নের দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ النَّعَارِ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল কাবির। আউযু বিল্লাহিল আযিমি মিন শাররি কুল্লি ইরকিননিআরি ওয়া মিন শাররি হাররিন নারি।

অনুবাদঃ মহান আল্লাহর নামে। পানাহ চাইতেছি মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যেক অব্যাহত ঘামের কুফল হতে এবং দোযখের উত্তাপের কষ্ট হতে।

৩৩। শরীরের কোনো অঙ্গে বেদনা অনুভব করলে ঐ স্থানে হাত রেখে নিম্নের দু'আ ৭ বার পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আউযুবি ইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে, আল্লাহর ইজ্জতের ও কুদরতের আশ্রয় চাইতেছি যে কষ্ট আমি পাচ্ছি এবং যার আশংকা বোধ করছি তার অমঙ্গল হতে।

৩৪। কানে কনকন শব্দ অনুভব করলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ذَكَرَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنِىْ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন যাকারাল্লাহু বিখাইরিন মান যাকারানি।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ প্রেরণ করো। যে আমাকে স্মরণ করলো আল্লাহ তাকে স্মরণ করুন মঙ্গল দিয়ে।

৩৫। পায়ে ঝিনঝিনী করলে নিজের সবচেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করবে। কোনো কোনো সাহাবী এরূপ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতেন।

৩৬। কোনো মারাত্মক রোগী বা বিপন্ন লোককে দেখে নিম্নের দু'আ পড়লে এ রোগ হতে আল্লাহ তাআলা হিফাজত রাখবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ۞

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আফানি মিম্মা ইবতালাকা বিহি ওয়াফাদ্দালানি আলা কাছিরিন মিম্মান খালাকা তাফদিলা।

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি নিরাপদে রেখেছেন আমাকে সে রোগ হতে তোমাকে যে রোগে আক্রান্ত করেছেন, এবং তিনি যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের অনেকের উপর আমাকে করেছেন শ্রেষ্ঠ।

এই দু'আ পড়ার সময় যাতে ঐ ব্যক্তি না শুনে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা ভালো।

৩৭। কোনো রোগীকে দেখতে গেলে পড়বে-

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ۞

উচ্চারণঃ লাবা'সা তাহুরুন ইন-শা-আল্লাহ।

অনুবাদঃ কোনো অসুবিধা নেই, রোগমুক্তি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسَ اِشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءٌ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আযহিবিল বা'ছা রাব্বান্নাসি ইশফিহি আনতাশ শাফি লা-শিফাউন ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইয়ুগাদিরু সাকামা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের প্রতিপালক! তাকে শিফা দান করো, তুমিই শিফাকারী। নেই কোনো শিফা তোমার শিফা ব্যতীত, এমন শিফা যা কোনো রোগকে অবশিষ্ট রাখবে না।

৩৮। মৃত্যু আসন্ন অবস্থায় বরং সব সময়ই নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা গামারাতিল মাউতি ওয়া সাকারাতিল মাউতি, আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াআল হিকনি বিররাফিকিল আ'লা।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো মউতের সংকটে এবং মউতের কঠিন বিপদে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, রহম করো এবং আমাকে রফিকে আ'লার সাক্ষাতে পৌঁছে দাও।

৩৯। কোন ব্যক্তি সাকরাতের অবস্থায় উপনীত হলে উপস্থিত লোকজন পড়বেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।

৪০। সাকরাতের সময় নিকটে বসে সূরা ইয়*াসিন* পড়বে।

৪১। মুমিনের মৃত্যু সংবাদ শুনলে পড়বে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۞

৪২। মুর্দাকে কবরে রাখবার সময় পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লহি।

অনুবাদঃ আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের উপর।

৪৩। মৃত ব্যক্তির কবরে মাটি দিতে পড়বে-

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۞

উচ্চারণঃ মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুয়িদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।

৪৪। দাফনের পর কবরের নিকটে মুর্দার মাথার দিকে সূরা বাকারার الم হতে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হতে عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পর্যন্ত পড়বে।

৪৫। কবর যিয়ারতকালে পড়বে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ . يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ وَ اِنَّا اِنْ شَآ ءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ نَسَاَ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ ۞

উচ্চারণঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালকুম ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লা-হিকুনা নাসআলুল্লাহু লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াতা।

অনুবাদঃ হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরা তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি। আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট স্বাচ্ছন্দ প্রার্থনা করছি।

সর্বদা পড়ার কয়েকটি যিক্‌র

১। পবিত্র হাদীস শরীফে নিম্নের যিকরগুলোর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বহুবিদ উপকারের উল্লেখ রয়েছে। তাই সর্বদা নিম্নের যিকরগুলো বেশি বেশি পড়বে-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۞

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুয়াল হায়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অনুবাদঃ আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহই ওয়া য়ুমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর।

অনুবাদঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একা, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۞

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অনুবাদঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর এবং আল্লাহর জন্যে সমস্ত গুণগান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে মহান।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম।

অনুবাদঃ পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর তাঁর শুকরিয়ার সাথে, পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর যিনি মহান।

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

উচ্চারণঃ রাব্বিগফিরলি ওয়াতুব আলায়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়াবুর রাহিম।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করে দাও এবং কবুল করো আমার তাওবা।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ۞

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যুল আযিম।

অনুবাদঃ নেই কোনো সামর্থ্য (গোনাহ হতে বাঁচার), নেই কোনো শক্তি (পূণ্য সাধনের) একমাত্র মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত।

২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের দু'আ বেশি বেশি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতও ওয়াকিনা আযাবান নার।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে মঙ্গল দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও।

দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত কয়েকটি দু'আ

(নিম্নের দু'আগুলো প্রতিদিন কমপক্ষে একবার পড়া ভালো)

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاَنْ تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَاِذَا اَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ۞ وَاَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ ۞ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۞ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا ۞ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيَ الَّتِيْ اِلَيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ۞ اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَاَرْضِنَا ۞ اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى

كُلِّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ۞ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۞ اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ۞ اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ ۞ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ. اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ ۞ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مُسْلِمًا وَاَمِتْنِيْ مُسْلِمًا ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ۞ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ

وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ ۞ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلٰى عِنْدِ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمُرِيْ وَاجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ ۞ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اِمْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِيْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا ۞ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ بِمَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ. اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمَنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَّنْ سِوَاكَ. اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ۞ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَن عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ

رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ۞ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ ۞ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَا تُرَدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ۞ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ۞ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ ۞ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۞ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ اٰمِيْنْ ۞

আসমায়ে হুসনা
اَسْمَاء حُسْنٰى

আল্লাহ তাআলার *আসমায়ে হুসনা* বা পবিত্র নামগুলো মুখস্থ করার এবং পড়ার বহু ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আসমায়ে হুসনা নিম্নরূপ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ جَلَّ جَلَالُهٗ

اَلرَّحْمٰنُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلرَّحِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْمَلِكُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْقُدُّوْسُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلسَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْمُؤْمِنُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْعَزِيْزُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْبَارِئُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُصَوِّرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْقَهَّارُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْوَهَّابُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلرَّزَّاقُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْفَتَّاحُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْعَلِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَلْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلسَّمِيْعُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْبَصِيْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْحَكَمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهٗ	اَللَّطِيْفُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْخَبِيْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْحَلِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْعَظِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْغَفُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلشَّكُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْحَسِيْبُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْجَلِيْلُ جَلَّ جَلَالُهٗ.	اَلْكَرِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.

اَلرَّقِيْبُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُجِيْبُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْحَكِيْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْوَدُوْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمَجِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلشَّهِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْوَكِيْلُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمَتِيْنُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْوَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْحَمِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُحْصِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُبْدِئُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُعِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُحْيِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُمِيْتُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْحَيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْقَيُّوْمُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْوَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْاَحَدُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلصَّمَدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُؤَخِّرُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْاَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْاٰخِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْوَالِيُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُتَعَالِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْبَرُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلتَّوَّابُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْعَفُوُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلرَّؤُوْفُ جَلَّ جَلَالُهٗ. مَلِكُ الْمُلْكُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْجَامِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَالُهٗ. ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْغَنِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْمُغْنِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْمَانِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلضَّارُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلنَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلنُّوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْهَادِيُّ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلْبَدِيْعُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْبَاقِيْ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلْوَارِثُ جَلَّ جَلَالُهٗ.
اَلرَّشِيْدُ جَلَّ جَلَالُهٗ. اَلصَّبُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ

ইস্তিখারার নামায

কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করলে ইস্তিখারা করা সুন্নাত। ইস্তিখারার নিয়ম এই যে, নিয়মিত উযূ করে দুই রাকাআত নফল নামায পড়বে এবং নামায শেষ করার পর কিছু ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرًلِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজিমী ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়াতা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়াআনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খাইরালি ফি দ্বীনী ওয়া মাআশি ওয়া আকিবাতি আমরি ফাআকদিরহুলি ওয়া ইয়াচ্ছিরহুলি ছুম্মা বারিকলি ফিহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররু লি ফি দ্বীনী ওয়া মাআশি ওয়া আকিবাতি আমরি ফাসরিফহু আন্নি ওয়াসরিফনি আনহু ওয়াকদিরলিয়াল খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদ্বিনি বিহি।

দু'আ পড়ার সময় هٰذَا الْاَمْرَ এর স্থলে নিজের কাজের নাম উল্লেখ করবে অথবা মনে মনে খেয়াল করবে।

صَلٰوةُ التَّوْبَةِ
তাওবার নামায

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গোনাহের কাজ করে তবে রীতিমতো উযূ করে তাওবার নিয়তে দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাফ করবেন।

صَلٰوةُ التَّسْبِحْ
তাসবীহের নামায

সালাতুত তাসবীহ বা তাসবীহের নামায চার রাকাআত। হাদীস শরীফে এ নামাযের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রোজ, সপ্তাহ, মাস, বছর এমনকি জীবনেও একবার এ নামায পড়া ভালো। এ নামাযে নিম্নলিখিত তাসবীহ প্রতি রাকআতে ৭৫ বার পড়তে হয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرَ

প্রতি রাকআতে ৭৫ বার পড়ার নিয়ম

* সূরা ফাতিহা পড়ার আগে	১৫ বার
* সূরা কিরাত শেষ করার পর	১০ বার
* রুকুতে রুকুর তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
* রুকু হতে খাড়া হওয়ার পর	১০ বার
* প্রথম সিজদায় তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
* প্রথম সিজদা হতে উঠার পর বসে	১০ বার
* দ্বিতীয় সিজদায় তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
	মোট = ৭৫ বার

এরূপ প্রতি রাকআতে ৭৫ বার পড়তে হয়। চার রাকআতে মোট ৩০০ (তিনশত) বার হবে।

صَلٰوةُ الْحَاجَةِ
হাজাতের নামায

সৎ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে উযূ করে দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। নামাযের পর কিছু ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِیْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِیَّ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজজাহু ইলাইকা বিনাবিয়্যিকা নাবিয়্যির রাহমাতি ইয়া সায়্যিদিনা মুহাম্মাদু ইন্নি আতাওয়াজজাহু বিকা ইলা রাব্বি ফি হাজাতি হাযিহি লিতুকদা লি আল্লাহুম্মা ফাশাফ্‌ফি'হু ফিয়া।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসমান বিন হুনায়িফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়ান করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অন্ধ ব্যক্তিকে এ নামায ও দু'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এরূপ করার পরই ঐ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেন। (নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

সালাতুল হাজাতের দ্বিতীয় নিয়ম

দুই রাকআত নামায পড়ার পর আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা এবং দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর নিম্নের দু'আ পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ الْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِنَ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারিমু সুবহানাল্লাহি রাব্বুল আরশিল আযীমি আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিনা আসআলুকা মুজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযায়িমি মাগফিরাতিকা ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বিররিও ওয়াল ইছমাতা মিন কুল্লি যামবিন ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন লা তাদা'লি যানবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্‌রাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিদান ইল্লা কাদ্বাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমিন। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

মাছনুন দু'আর ওযীফা

(এ দু'আগুলো প্রতিদিন কমপক্ষে একবার পড়া ভালো)

১। সহীহ হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রত্যহ সকাল ও বিকালে *সায়্যিদুল ইস্তিগফার* পড়লে আল্লাহ তাআলা ঐ দিনের গোনাহ মাফ করবেন। ঐ দিন মারা গেলে বেহেশত দান করবেন।

সায়্যিদুল ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযামবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা।

২। প্রতিদিন সকালে পড়লে অনেক উপকার হয়। বিশেষ উপকার এই যে, গোনাহ মাফ হয় এবং অভাব অনটন দূর হয়।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۞ ১০০ বার

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহাল লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ۞ ১০০ বার

উচ্চারণঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ ইল্লা ইলাইহি।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۞ ১০০ বার

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۞ ১০০ বার

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন।

[বি.দ্র.ঃ প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে পড়া ভালো]

৩। প্রতিদিন সকাল বিকাল নিম্নের দু'আ পড়লে বিপদ আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ৩ বার

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইয়াদুররু মাআ ইসমিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিচ্ছামায়ি ওয়াহুয়াস সামিউল আলিম।

পানাহারের সময় এই দু'আ পড়লে বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে নিম্নলিখিত দু'আগুলো পড়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ ۞ ৭ বার

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নারি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞ ৭ বার

উচ্চারণঃ হাসবি আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীমি।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া হায়্যুল লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর।

৫। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের আমল।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ৩ বার।

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লাহ।

اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ (আয়াতুল কুরসি) ১ বার।

তাসবীহে ফাতিমা অর্থাৎ, سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার।

৬। প্রতি শুক্রবার দিনে বা রাত্রে *সূরা কাহফ* (১৫-১৬ পারা) তিলাওয়াতের বহু ফযীলত রয়েছে। এর বরকতে ঈমান কামিল ও মযবুত হয়। এমনকি দাজ্জালের চক্রান্তেও ঐ তিলাওয়াতকারীর ঈমান নষ্ট হবে না।

৭। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর *সূরা ইয়াসিন* এবং এশার নামাযের পর *সূরা মুলক* তিলাওয়াত করার অনেক বরকত ও উপকারিতা রয়েছে।

৮। প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে ১১ বার يَا قَوِيُّ পড়লে মস্তিষ্কের স্থিরতা ও শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৯। মেধা ও যেহেন বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর কলবের উপর ডান হাত রেখে নিম্নলিখিত আয়াতটি ২১ বার পড়বে।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ۞

উচ্চারণঃ রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিললিসানী ইয়াফকাহু কাউলি।

এর বরকতে বাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কথা পরিষ্কার হয়।

১০। প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর ডান হাত কলবের উপর রেখে ৭০ বার يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيْمُ (ইয়া ফাত্তাহু ইয়া আলিমু) পড়া ইল্‌ম লাভের জন্য বেশ উপকারী।

১১। প্রত্যেক জুমুআর নামাযের পর নিম্নের দু'আ বিসমিল্লাহসহ ৭০ বার পড়লে আল্লাহ মানসিক ও আর্থিক স্বচ্ছলা দান করেন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ اَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ. بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۞

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহুম্মা ইয়া গানিয়্যু আগনিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াবিতাআতিকা আন মাসয়াতিকা ওয়া বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াকা বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

৩৩ আয়াতের ফযীলত

হযরত ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *আল-কাউলুল জামীল* (اَلْقَوْلُ الْجَمِيْل) কিতাবে লিখেছেন যে, এই ৩৩ আয়াত সূরা ফাতিহা ও চার কুলসহ সর্বদা পড়লে চোর-দুশমন, হিংস্র জন্তু, যাদু, বিষাক্ত দ্রব্য ইত্যাদির অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া যায়। জ্বিন-ভুতের প্রভাব দূর করার জন্য ইহা ফলদায়ক। যাদুর সন্দেহ হলে ইহা পড়ে পানিতে ফুঁক দেবে এবং রোগীকে পান করাবে।

[প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর একবার পড়া ভালো]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞ الٓمّٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ لَا

تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۞ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۞ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۞ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۞ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ۞ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۞ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۞ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ۞ اُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۞ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۞

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۞ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۞ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۞ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۞ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ ۞ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۞ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۞ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا ۞ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۞ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۞ وَاعْفُ عَنَّا ۞ وَاغْفِرْ لَنَا ۞ وَارْحَمْنَا ۞ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۞ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۞ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ۞ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۞ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۞ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۞ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ قُلِ ادْعُوْا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ، اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۞ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۞ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۞ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۞ فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۞ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۞ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۞ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَإِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ

عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۞ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۞ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۞ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۞ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۞ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۞ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى، يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ۞ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۞ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۞ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۞ وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۞

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۞ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اَللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۞ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلٰهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

দুরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান তুনাজ্জিনা বিহা মিন জামিইল আহওয়ালি ওয়াল আফাতি ওয়া তাকদি লানা বিহা জামিআল হাজাতি ওয়া তুতাহহিরুনা বিহা মিন জামিইছ ছায়্যিআতি ওয়া তারফাউনা বিহা ইনদাকা আ'লাদ দারাজাতি ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আকসাল গায়াতি মিন জামিইল খাইরাতি ফিল হায়াতি ওয়া বা'দাল মামাতি ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! পূর্ণ রহমত দান করুন আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের উপর। এমন দুরুদ ও সালাম, এমন রহমত ও শান্তি প্রেরণ করুন যা আমাদেরকে যাবতীয় বালা মুসিবত ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করবে। যা আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনকে পূর্ণ করে দেবে। যা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে এবং আমাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা ও আপনার নৈকট্য লাভ করতে সাহায্য করবে। আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

১. আল কাউলুল মাকবুল ফী মীলাদির রাসূল (মূল উর্দু)
২. দু'আয়ে মাসনুনা ও তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত
৩. মাসআলায়ে উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
৪. দুরূদ শরীফের ফযীলত ও ওযীফা
৫. যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা (ফযীলত ও নিয়ম)
৬. আসহাবে বদর
৭. ওযীফা
৮. হজ্জ ও যিয়ারত (সংক্ষিপ্ত আহকাম ও নিয়ম)
৯. হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব (মূল : আরবী)
১০. যাখীরাতুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী ফাদায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন (আরবী-বাংলা)
১১. কানযুল আহাদীসিল আরবাঈন ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবিয়্যিল আমীন (আরবী-বাংলা)
১২. তুহফাতুল লাবীব বি আসানীদিল হাবীব (আরবী)
১৩. আত তুহফাতুল লাতীফাহ ফী আহাদীসিল মুসালসালাতিল মুনীফাহ (আরবী)
১৪. দালাইলুল খাইরাত (তাহকীক ও বিন্যাস)
১৫. আল হিযবুল আযম (তাহকীক)
১৬. সীরাতে হাবীবে খোদা
১৭. দরসে হাদীস (১)
১৮. সালাতুত তারাবীহ
১৯. মুনতাখাবুস সুনান ওয়াল আছার (আরবী)



Al Habib Foundation

www.alhabibfoundation.com

ISBN 978-984-94551-8-9

